তাওহীদ সম্মেলন ও রিসালাত সম্মেলনের গুরুত্ব ঃ (১ঃ১০)

(বিঃ দ্রঃ) বক্ষমান আয়াত দুটিতে রাসুলে পাকের রেসালতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ১০টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন— যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু খোদার তাওহীদের ব্যাপারে মাত্র একবার ওয়াদা নেয়া হয়েছিল রোজে আজলে। সেখানে কোন তাকিদমূলক অঙ্গীকার ছিলনা এবং সাক্ষী সাবুদও রাখা হয়নি। যেমন ঃ আল্লাহ বলেনঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রভূ ও স্রষ্টা নই? সমস্ত বনী আদম তখন উত্তরে বলেছিল قَالُوْا بَلٰى অর্থ্যাৎ তারা সবাই বললো- হ্যাঁ!

তাওহীদের ক্ষেত্রে একবার অঙ্গীকার আর সিরালাতের ক্ষেত্রে বার বার অঙ্গীকার একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, তাওহীদের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু রিসালাতের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা দেখা দিবে। কেউ মানবে, কেউ মানবেনা। নবী তো মানবীয় সুরতে যাবেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা, উঠা-বসা, জাগতিক লেন-দেন মানুষের মতই হবে। এগুলো দেখে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত এবং তাঁর বিশেষ মর্যাদার কথা মানুষ খুব কমই অনুধাবন করতে পারবে। তাঁর সাথে বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ করবে। এজন্যই নবীজীর নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও তাঁর সমর্থন উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াবাসীকে নবীজীর শান-মান ও আগমনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাকিদ করেছেন। মিলাদুন্নবীর মূল আলোচ্য বিষয়ই উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহর রবুবিয়াত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ কোন ফতোয়া দেননি। কিন্তু নবীজীর রিসালাত ও শান-মান অস্বীকারকারীকে কাফের বলেছেন।